যায়যায়দিন

তারিখ ... 16 MAY 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭ ...

সহকারী শিক্ষকদের পদমর্যাদা বাড়ল

তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী করার ঘোষণা

যায়যায়দিন রিপোর্ট

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা করার ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মঙ্গলবার সকালে বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি আয়োজিত শিক্ষক সমাবেশের উদ্বোধন করে তিনি এ ঘোষণা দেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এর আগে মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণীর মর্যাদাভুক্ত করা হয়েছিল। আজ তিনি এখান থেকে ঘোষণা দিচ্ছেন, এ মুহূর্ত থেকে সহকারী শিক্ষকরা তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদাভুক্ত হবেন। ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজে

পদমর্যাদা : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩ ● ছবি পৃষ্ঠা-১৬

পদমর্যাদা : শিক্ষকদের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আয়োজিত এ অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্যে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. ইনসান আলী সহকারী শিক্ষকদের পদমর্যাদা বৃদ্ধির দীর্ঘদিনের এ দাবি প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরে বলেন, আমি শিক্ষকদের পদমর্যাদা বাড়ানোর ঘোষণা দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি। এ সময় উপস্থিত শিক্ষকরা করতালি দিয়ে তাকে সমর্থন জানান।

প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন, 'শিক্ষকের মর্যাদা যদি আমরা দিতে না পারি তাহলে অভ্যুমর্যাদাবোধসম্পন্ন শিক্ষার্থীও তৈরি হবে না। আর এ জাতি বেশিদূর এগোতেও পারবে না। এখন থেকে আর কেউ আপনাদের অবহেলা করতে পারবে না।'

শিক্ষকদের 'মানুষ গড়ার কারিগর' হিসেবে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'আপনারাই পারেন একটি সুশিক্ষিত জাতি গড়ে তুলতে। আপনারা যাদের শিক্ষা দিচ্ছেন তাদের মধ্যে থেকে কেউ একজন আগামীতে প্রধানমন্ত্রী হবে। এরাই নেতৃত্বে আসবে।'

কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিভাবকদের চেয়েও শিক্ষকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের চরিত্র ও নৈতিকতার শিক্ষা দিতে হবে। তাদের সৃজনশীলতা বিকাশে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার ওপর শিক্ষক ও অভিভাবকদের নজর দিতে হবে।'

ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাস জানাতে শিক্ষকদের আরো যত্নবান হওয়ারও অনুরোধ করেন সরকার প্রধান।

সবার 'ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়' দ্বাদশ শ্রেণীরা এবার ভালো ফলাফল করছে উল্লেখ করে তিনি শিক্ষক ও অভিভাবকদের অভিনন্দন জানান।

প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন না করা এবং তাদের আদর ও ভালোবাসা দিয়ে গড়ে তুলতে শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, এলজিআরডি ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক, শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর নোমানুর রশীদ ও সমিতির সাধারণ সম্পাদক ইনসান আলী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। এতে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি মো. শামসুল হক।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। তিনি 'কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন' গঠন করেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করেন। প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ করেন।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর প্রদর্শিত পথেই তারা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় অধ্যাপক শামসুল হকের নেতৃত্বে 'কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন'-এর আলোকে তারা একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিলেন।

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে রাজনৈতিক প্রতিশোধ স্পৃহায় সে শিক্ষানীতি বাতিল করা হয়। এবার দায়িত্ব গ্রহণের পর তারা একটি আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত ও যুগোপযোগী জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছেন। ইতোমধ্যেই এর বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে এবং জনগণ এর সুফল পেতে শুরু করেছেন।

শেখ হাসিনা বলেন, তারা শিক্ষাক্ষেত্রে একটি গুণগত পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে প্রাথমিক সমাপনী, জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা চালু করেছেন। বছরের প্রথম দিনে শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দিচ্ছেন বিনামূল্যে পাঠ্যবই। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হচ্ছে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে।

শেখ হাসিনা বলেন, শিক্ষার্থীরা যাতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, হাজার বছরের বীরত্বগাথা এবং ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা পেতে পারে, সেজন্য তারা পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস সংযোজন করেছেন। দেশের ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় জেলা শহরে অবস্থিত ৮৩টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শিফট চালু করা হয়েছে। এ সব বিদ্যালয়ে ভালো পাঠদানের লক্ষ্যে প্রায় ২ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ১ হাজার ৬২৪টি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করেছেন। ফলে দেশের প্রায় ২০ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী সরকারি বেতন-ভাতা পাচ্ছেন।

শেখ হাসিনা বলেন, ঢাকা মহানগরীর আয়তন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা আরো ১১টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি সরকারি মহাবিদ্যালয় নির্মাণ করছেন। এর ফলে ঢাকা শহরে ভর্তির চাপ অনেকটাই কমবে। এসব প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের আওতায় গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ফাউন্ডেশন তহবিল গঠন করা হয়েছে। সিড মানি হিসেবে এ তহবিলে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১ হাজার কোটি টাকা।

তিনি বলেন, আমরা শহর ও গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার বৈষম্য দূর করতে চাই। এ লক্ষ্যে যেসব উপজেলায় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় নেই এমন ৩০৬টি উপজেলায় কম্পিউটার ল্যাব ও বিজ্ঞানাগারসহ মানসম্মত একটি করে আধুনিক মডেল উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ শুরু করেছি। উচ্চশিক্ষার বৈষম্য কমাতে দেশের বিভিন্নপ্রান্তে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন।